বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

নং- ১৪.৩২.০০০০.৫০১.৩২.০০৬.১৮.১১৮০ তারিখঃ ০৭/১০/২১

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পাতা নং
০১.	ভূমিকা	৩
০২.	উদ্দেশ্য	৩
০৩.	আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি	৩
০৪.	সংজ্ঞা	৪
০৫.	বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন	৫
০৬.	বিটিএস স্থাপন এবং পরিচালনার শর্তাবলী	৬
০৭.	বিবিধ	৭

১. ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৩১(২)(ণ) এবং ৩১(২)(ত) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এই নির্দেশিকা প্রণীত হলো।

১.২ দেশব্যাপী মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের বিস্তার শক্তিশালী করা এবং দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছে মোবাইল সেবা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) বদ্ধপরিকর। ২০০৮ সাল থেকে পার্বত্য রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় গৌর এলাকায় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক বিস্তার লাভ করতে শুরু করে এবং তখন থেকেই বিটিআরসিও এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহকে ডিজিটাল সেবার অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজন শক্তিশালী মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক। ডিজিটাল বাংলাদেশে শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বিনোদন, ব্যাংকিং ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সেবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রদান ও গ্রহণ করা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী স্থানীয় জনগণনের টেলিযোগাযোগ সেবা এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারি (স্থানীয় প্রশাসন, নিরাপত্তা সংস্থা, হাসপাতাল, বন্দর কার্যালয়, ইমিগ্রেশন সেন্টার, স্কুল-কলেজ, অন্যান্য ব্যবসা, ইত্যাদি) স্থাপনার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক স্থাপনের বিষয়ে বিটিআরসি সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী প্রবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৭ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/ পরিমার্জন করে "বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১" প্রণীত হলো। প্রান্তিক অঞ্চলে গ্রহণযোগ্য মানের টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি আন্তঃদেশীয় প্রতিবন্ধকতা ও সীমান্ত অঞ্চলে এই টেলিযোগাযোগ সিস্টেম ব্যবহার করে চোরাচালনসহ অন্যান্য রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ও কারিগরি এবং নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা নজরদারীকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

২. উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে শক্তিশালী মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তার করতঃ মোবাইল সেবা প্রদান করা।

৩. আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি

৩.১ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে মোবাইল নেটওয়ার্কের বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আইনসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০১ (সংশোধিত ২০১০), The Telegraph Act-1885, The Wireless Telegraphy Act-1933 ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

৩.২ "বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১" এর অধীনে কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপরোক্ত তিনটি আইন বা অন্য আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা অন্যান্য নিয়মাবলী বা উহাদের অধীন প্রদত্ত বা জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা, আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োগ করা যাবে, যে পর্যন্ত বিধি, প্রবিধান, নিয়মাবলী, আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনার প্রয়োগ কমিশন কর্তৃক রহিত না করা হয়।

৩.৩ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, জনস্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, জাতীয় নিরাপত্তা, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ইত্যাদির বলে "বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১" কোন প্রকার পূর্ব নোটিশ ছাড়াই সময়ে সময়ে প্রত্যাহার, সংশোধন, হালনাগাদকরণ এবং পুনর্নিরীক্ষা করার এখতিয়ার কমিশনের থাকবে।

৩.৪ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা - ২০২১, গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে জারীকৃত 'বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা'কে (স্মারক নং- ১৪. ৩২. ০০০০. ০০৫. ৩২. ০১৯. ০৬. ০০২৩১৫ - ২৫২৩, তারিখঃ ৩০-৮-২০১৭) প্রতিস্থাপন করবে। অত্র নির্দেশিকায় প্রকাশিত শর্তাবলীসহ এ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা যখনই জারী করা হোক না কেন, উক্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার প্রতিটি শর্ত প্রত্যেক সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটরের ওপর তাদের অনুমতি প্রাপ্তির তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে প্রযোজ্য হবে। সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটরগণ দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে "বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১" অনুসরণ করবে।

৪. সংজ্ঞা

- বিটিএস অর্থ মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক ব্যবহৃত Base Transceiver Station.
- এন্টেনার উচ্চতা অর্থ ভূমি হতে এন্টেনার এর উচ্চতা।
- এন্টেনা টিল্ট অর্থ এন্টেনার ইলেক্ট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল টিল্ট ইত্যাদি।
- এন্টেনার প্রকার অর্থ গঠন, তরঙ্গ ব্যান্ড, রেডিয়েশন প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এন্টেনার প্রকারভেদ।
- Timing Advance (TA) প্রযুক্তি অর্থ বিটিএস ও মোবাইল ফোনের মধ্যে সিগনাল আদান প্রদানের ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যকার দূরত্ব নিয়ন্ত্রণে সময়কে ব্যবহার করা। TA'র মান ০(শূন্য) থেকে শুরু হয়ে সর্বোচ্চ ৬৩ (তেষট্টি) পর্যন্ত হতে পারে। TA = 0 দ্বারা বিটিএস হতে ৫৫০ মিটার পর্যন্ত বুঝায় (TA = ১, ৫৫১ হতে ১১০০ মিটার, ইত্যাদি)। সীমান্তবর্তী বিটিএস-এ TA প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে প্রযোজ্যক্ষেত্রে অবৈধ যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
- সীমান্ত হতে বিটিএসের দূরত্ব অর্থ নিকটবর্তী সীমান্তরেখা/ রেখা সমূহ হতে বিটিএস পর্যন্ত লাইন-অব-সাইট দূরত্ব।
- বিটিএস কাভারেজ অর্থ বিটিএস এর আশেপাশে যে ভৌগলিক এলাকা থেকে উহার সাথে বেতারে যোগাযোগ করা যায়।
- নিকটবর্তী বিটিএস তথ্য অর্থ স্থাপিতব্য বিটিএস হতে ৫ (পাঁচ) কিঃমিঃ ব্যাসার্ধে স্থাপিত সকল বিটিএস এর ভৌগলিক অবস্থানগত তথ্য।

৫. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন

৫.১ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে অপারেটরগণ সরাসরি বিটিআরসি বরাবর আবেদন করবে। আবেদন পত্রের সাথে বিটিএস এর বিস্তারিত ভৌগলিক তথ্য, এন্টেনার উচ্চতা, এন্টেনা টিল্ট, এন্টেনার প্রকার, TA মান, সীমান্ত হতে বিটিএসের দূরত্ব, বিটিএস কাভারেজ, নিকটবর্তী বিটিএস তথ্য, কি উপায়ে বিটিএস কাভারেজ নিয়ন্ত্রণ করা হবে তার বর্ণনাসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাযথভাবে সন্নিবেশিত থাকবে। বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগ প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট অপারেটর হতে কারিগরি উপস্থাপনা গ্রহণ করবে।

৫.২ <u>আন্তর্জাতিক সীমারেখা হতে দেশের অভ্যন্তরে ০-৩ (শূন্য-তিন) কিঃমিঃ অঞ্চলে বিটিএস স্থাপন প্রক্রিয়াঃ</u>

ক। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলা ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপনের বিষয়ে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি বা অনাপত্তি প্রদানের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই)-কে অনুরোধ জানানো হবে। পত্র প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি বা অনাপত্তি পাওয়া না গেলে পরবর্তি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হবে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে কোন সংস্থা হতে মতামত পাওয়া না গেলে আপত্তি নাই হিসেবে গণ্য হবে।

খ। বাংলাদেশের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপনের বিষয়ে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি বা অনাপত্তি প্রদানের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই) এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (এএফডি)-কে অনুরোধ জানানো হবে। পত্র প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি বা অনাপত্তি পাওয়া না গেলে পরবর্তি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হবে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে কোন সংস্থা হতে মতামত পাওয়া না গেলে আপত্তি নাই হিসেবে গণ্য হবে।

গ। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই) এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (এএফডি) এর মধ্যে যে কোন একটি প্রতিষ্ঠান হতে বিটিএস স্থাপনের বিষয়ে আপত্তি করা হলে সংশ্লিষ্ট বিটিএস স্থাপনের আপত্তির কারণ কমিশন হতে পরীক্ষাপূর্বক যথাযথ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৫.৩ <u>আন্তর্জাতিক সীমারেখা হতে দেশের অভ্যন্তরে ৩-৮ (তিন-আট) কিঃমিঃ অঞ্চলে বিটিএস স্থাপন প্রক্রিয়াঃ</u>

ক। বিটিএস স্থাপনের বিষয়ে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি বা অনাপত্তি প্রদানের জন্য প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-কে অনুরোধ জানানো হবে। পত্র প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি বা অনাপত্তি পাওয়া না গেলে পরবর্তি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হবে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ডিজিএফআই হতে কোন মতামত পাওয়া না গেলে আপত্তি নাই হিসেবে গণ্য হবে।

খ। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) হতে বিটিএস স্থাপনের বিষয়ে আপত্তি করা হলে সংশ্লিষ্ট বিটিএস স্থাপনের আপত্তির কারণ কমিশন হতে পরীক্ষাপূর্বক যথাযথ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৫.৪ স্পেকট্রাম বিভাগ হতে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স (ই এন্ড ও) বিভাগের অনুকূলে অনুমোদন পত্রের একটি অনুলিপি প্রেরণ করা হবে বিধায় টাওয়ার কোম্পানি কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স (ই এন্ড ও) বিভাগ হতে পুনরায় অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তবে, বিটিএস স্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ বিভাগসমূহ বরাবর লিখিতভাবে অবগতি পত্র প্রদান করতে হবে।

৬. বিটিএস স্থাপন এবং পরিচালনার শর্তাবলী

বিটিআরসি থেকে অনুমোদন প্রাপ্তির পর সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটরগণ নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পালন সাপেক্ষে বিটিএস পরিচালনা করবেঃ

ক। যথাযথ হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করে সকল বিটিএসের কাভারেজ এরিয়া শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। কোন অবস্থাতেই বিটিএসের কাভারেজ এরিয়া আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা অতিক্রম করবে না।

খ। এন্টেনার যথাযথ উচ্চতা এবং এন্টেনা অ্যাঙ্গেল, টিল্ট ও পাওয়ার আউটপুট নিশ্চিত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

গ। প্রত্যেকটি বিটিএস-এ TA এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে যাতে আন্তর্জাতিক সীমান্তের অপর পার্শ্ব হতে যোগাযোগ করা সম্ভব না হয়।

ঘ। বিটিএস কাভারেজ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অপারেটরের পক্ষ হতে নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিটিআরসি কর্তৃক মনিটরিং করা হলে সংশ্লিষ্ট অপারেটরের পক্ষ হতে বিটিআরসি'র চাহিদা মাফিক সর্বাত্মক সহযোগিতা (স্থাপনায় প্রবেশ সংক্রান্ত, কনফিগারেশন্স প্রদর্শন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও কারিগরি সহযোগিতা, ইত্যাদি) প্রদান করতে হবে।

ঙ। নেটওয়ার্ক প্ল্যান বাস্তবায়নে অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত সার্বিক সিস্টেমটি উপযুক্তভাবে Lawful Interception (LI) উপযোগী হতে হবে।

চ। বিটিআরসি কর্তৃক প্রণীত Guidelines for Infrastructure Sharing এবং Regulatory and Licensing Guidelines for Issuing License For Tower Sharing In Bangladesh এর প্রযোজ্য ধারাসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

ছ। বিটিএস চালু হওয়ার (ট্রাফিক আগমন/ নির্গমন শুরু) পরের মাস হতে বিষয়টি কমিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স (ই এন্ড ও) বিভাগের মাসিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করতে হবে।

জ। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে যে কোন তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক তদন্তের প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিটিআরসি বরাবর কারিগরি সহযোগিতা, বিটিএস স্থাপনা পরিদর্শনসহ অপারেশনাল ও প্রশাসনিক তথ্যাদি প্রদানের অনুরোধ প্রেরণ করবে। বিটিআরসির নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটর অনুরোধ প্রেরণকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা, বিটিএস স্থাপনা পরিদর্শনসহ অপারেশনাল ও প্রশাসনিক তথ্যাদি প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

ঝ। বিদ্যমান অনুমোদিত সীমান্তবর্তী বিটিএস স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যদি সীমান্ত হতে বিটিএসের নতুন অবস্থানের দূরত্ব পূর্বের থেকে অধিক হয়, তাহলে নিরাপত্তা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না। সংশ্লিষ্ট অপারেটর হতে বিটিএস স্থানান্তরের জন্য আবেদন করা হলে স্পেকট্রাম বিভাগ হতে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে, বিটিএস স্থানান্তরের বিষয়টি অনুমোদিত হলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদর দপ্তর এবং স্থানীয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ব্যাটালিয়নকে অবহিত করবে। কমিশনের অনুমোদন প্রাপ্তির পর নতুন স্থানে বিটিএস স্থাপনের সময় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর স্থানীয় ব্যাটালিয়ন হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক আপত্তি প্রদান করা হলে বিটিএস স্থানান্তর করে আপত্তিকৃত স্থানে স্থাপন করা যাবে না।

৭. বিবিধ

৭.১ Infrastructure Sharing এর ভিত্তিতে বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রেও অপারেটরগণ বিটিআরসি'র অনুমোদন গ্রহণ করবে। কোন সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটর প্রথম বিটিএস স্থাপনের অনুমতি পেলে, পরবর্তিতে অন্য অপারেটর কর্তৃক বিটিএস Share করা হলে আলাদাভাবে নিরাপত্তা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না।

৭.২ জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা হচ্ছে এমন ইস্যুতে, চোরাচালান প্রতিরোধে অথবা রাষ্ট্রের গোয়েন্দা/ নিরাপত্তা/ আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা পরামর্শক্রমে বিটিআরসির নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটর তাৎক্ষণিকভাবে, প্রযোজ্যক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক তৈরির কার্যক্রম বন্ধ বা সচল নেটওয়ার্ক পুরোপুরি বন্ধ করবে, যা সাময়িক/ স্থায়ী হতে পারে।

৭.৩ কমিশন কর্তৃক বিটিএস স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান করা হলে, সংশ্লিষ্ট অপারেটরসমূহ (মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর/ টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্সি/ ইত্যাদি) নির্ধারিতব্য সময়সীমার মধ্যে নিজ দায়িত্বে স্থানান্তর কার্যক্রম সমাপ্ত করবে এবং উক্ত কার্যক্রমের কোন প্রকার ব্যয়ভার সরকার/ কমিশনের ওপর বর্তাবে না।

৭.৪ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্থাপিত বিটিএসের সংখ্যা (পূর্বের ও পরের তুলনাসহ) এবং বিটিএস কভারেজ যে নিয়ন্ত্রিত সীমার মধ্যে আছে সে সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র/ হালনাগাদ মনিটরিং তথ্য ত্রৈমাসিক বিরতিতে (গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ীঃ ১ম ত্রৈমাসিকের প্রতিবেদনটি এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে, ইত্যাদি) প্রত্যেক মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবে।